পরিবেশ ও উন্নয়নের সম্পর্ক। ০৪ (2013)

উন্নয়ন হল এমন এক প্রকার ইতিবাচক পরিবর্তন যা সমাজস্থ ব্যক্তিকে এক স্তর (অপেক্ষাকৃত) স্তরে উন্নীত হতে সাহায্য করে। এর জন্য মানুষের চেষ্টা ও পরিকল্পনা প্রয়োজন। অন্যদিকে পরিবেশ হল সেই জিনিস যা ব্যক্তি তার এবং বর্তমান প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবহার করে। উন্নয়নের প্রয়োজনের প্রকৃতিকে ব্যবহার করার জন্য মানুষ নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে যে পরিবেশে মানুষ বাস করছে উন্নয়নের জন্য সেই পরিবেশও বদলে যাচ্ছে। পরিবেশ যে সম্পদ বহন করছে তা সীমিত থাকে উন্নয়নের প্রয়োজনে পরিবেশ ব্যবহার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

প্রাকৃতিক সম্পদ যা পরিবেশের মধ্যে নিহিত থাকে তাকে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যবহার করে সমাজের উন্নয়ন সাধে। এই উন্নয়ন কৃষি ও শিল্পের বিকাশকে নির্দেশ করে। সুতরাং পরিবেশের সঙ্গে উন্নয়নের ~~সম্পর্ক~~ নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান, পরিবেশের উৎস থেকে মানুষ সম্পদ ও উন্নয়নের জন্য উপাদান সংগ্রহ করে। উন্নয়নকে অবশ্যই প্রয়োজন এবং তার জন্য পরিবেশ থেকে সম্পদ আহরণ অপরিহার্য। কিন্তু সমস্যা হল কি ভাবে ও কোন পদ্ধতি ব্যবহার করলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে তবেই উন্নয়ন সম্ভব হবে, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্নয়ন ও পরিবেশের সুস্থ ব্যবহারের সার্বিক মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা যায়, এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, শোষণ ও আধিপত্যের মধ্যে রয়েছে বিরোধ, ন্যায় বোধ সহযোগ ইত্যাদি, কিন্তু মানুষ যখন তার প্রয়োজনে প্রকৃতিকে ব্যবহার করার দিকে উদগ্র হয় তখন সেই নীতিবোধ, চেতনা, ন্যায় বিচারের মানসিকতা প্রভৃতি বিষয়গুলি ভুলে যায়। এই দৃষ্টিহীন স্বার্থপরতা পরিবেশের ক্ষতি সাধনের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

১৯৭২ সালের ৫-১৬ই জুন ~~[illegible]~~ সুইডেনের রাজধানী স্টকহোম শহরে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পরিবেশ দূষণের কারণগুলি চিহ্নিত করে উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ যে NIEO তৈরী করেছিল তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে সুষ্ঠু ভারসাম্য গড়ে তোলা। পরবর্তী কালে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো শহরে সম্মেলন ডাকা হলে, এটি পরিবেশ আন্দোলন ত্বরান্বিত করে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে বিরোধ বাধানো চলবে না, এবং এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন।

Scanned with CamScanner